যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭......

NOV. 13 2002

এলএলবি স্থগিতকৃত ফল ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাণ্ড

গত ৫ নভেম্বর ২০০২ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০০ সালের এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সারাদেশের বিভিন্ন কলেজের দু'শতাধিক পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশিত তালিকায় স্থগিত দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা ল' কলেজের ১৩ জন, সেন্ট্রাল ল' কলেজের ২২ জন ও জাতীয় আইন কলেজের ৮ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন। স্থগিত দেখানো পরীক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করার পর কর্তৃপক্ষ ৩৪ জনকে বহিষ্কার করা হবে বলে মৌখিকভাবে জানিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, বহিষ্কার করা হলে স্থগিত তালিকা দেখানো হল কেন? স্থগিত আর বহিষ্কার কি এক বিষয়? ফল স্থগিত হতে পারে পরীক্ষার্থীর কোনপ্রকার টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য। আর বহিষ্কার কোন গুরুতর অসদুপায় অবলম্বন করলে পরীক্ষা গ্রহণ শেষে নোটিশ প্রদান করে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে আইনগতভাবে চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। ফল প্রকাশের পর স্থগিত আদেশ দিয়ে কি বহিষ্কার করা যায়? শোনা যাচ্ছে, পরীক্ষক মনে করেন ৩৪ জন পরীক্ষার্থী নকল করেছে। মনে করা দিয়ে কি কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায়? নকল ধরার দায়িত্ব ছিল পরীক্ষার হলে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের। তারা ধরতে পারলেন না কেন? মূল খাতার শেষ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কলামে অতিরিক্ত খাতার নম্বর ও ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। সময়ের অভাবে একাধিক অতিরিক্ত খাতার নম্বরের পাশে মূল খাতায় কমন দাগের মাধ্যমে একবার স্বাক্ষর করেছেন অনেক ইনভিজিলেটর। এটাকে কি নকল বলা যায়? এরকম মনে করা কি উচিত? বলা হচ্ছে, বাইরে থেকে অতিরিক্ত খাতা মূল খাতার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। তাহলে পরীক্ষা গ্রহণকারী কি কাজ করেছেন? এছাড়া বাইরে থেকে কোন খাতা যোগ করা হলে স্বাভাবিকভাবে ওই খাতা ভাঁজ পড়া বা কোচকানো থাকবে। সত্যিকারার্থে এমন প্রকৃত চিহ্ন ছাড়াই কি এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত হবে? শোনা গেছে, কিছু খাতা হারানো গেছে। এমন কথা প্রায়ই পত্রিকায় সংবাদ হয়ে আসে। যদি খাতা হারিয়ে থাকে ওই দায়িত্ব তো পরীক্ষার্থী বহন করবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দুর্নীতির ধারাবাহিক খবর ইতিমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দায়ভার পরীক্ষার্থীর ওপর চাপানো হলে আইনগত প্রশ্ন ওঠে। উচ্চ আদালতের আদেশ নিয়ে অনেক সময় ছাত্রত্ব প্রমাণ করতে হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনার জন্য যদি স্থগিত পরীক্ষার্থীদের আদালতের আশ্রয় নিতে হয় তাহলে সেটা নিশ্চয়ই ভাল লক্ষণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেসব ঢালাও কথা পরীক্ষার্থীদের বলে নিজেদের সাধু বানাতে চাইছে এটা মোটেও উচিত নয়। এমনিতেই ভোগান্তির শেষ নেই। সেশন জট, বিলম্বে ফল প্রকাশ, প্রশ্নপত্রে ভুল, প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রভৃতি ঝামেলা। আবার স্থগিতের নাম করে মেধাবী পরীক্ষার্থীদের হয়রানির লক্ষ্যে বিতর্কিত ও প্রথাবহির্ভূত সিদ্ধান্ত পরিহার করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রত্যেক স্থগিত হওয়া পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী নিজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা উচিত। আশা করি, কর্তৃপক্ষ শুভ চিন্তার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

মনিরুজ্জামান, ঢাকা ল' কলেজ, ঢাকা